বিবর্তন
BIBARTAN
A Bengali News Fortnightly
20th year 2ND ISSUE
1st May, 2019

পানিহাটি বান্ধব পাঠাগারের ১২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন ও প্রদর্শনী

বান্ধব পাঠাগারের আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিল, বাং ২৯ চৈত্র ১৪২৫ ও ১ বৈশাখ ১৪২৬ পানিহাটি বান্ধব পাঠাগারের ১২২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে অংকন, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে পানিহাটির বর্তমান বিধায়ক নির্মল ঘোষ, ডঃ এস এম শেঠ, অতীতের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সনৎ শেঠ, সুবার্বণ এডুকেশনাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিপ্রকাশ ব্যানার্জী, পাঠাগারের সভাপতি দ্যুতিমান ব্যানার্জী, কর্মসচিব টিলার রঞ্জন দাস, চিরন্তন চ্যাটার্জী, প্রণব চ্যাটার্জী, রাজীব দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। এ ছাড়াও পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন প্রবীণ প্রবীণাদেরও সম্মানিত করা হয়।

এই অনুষ্ঠান স্থলের খুব নিকটেই প্রখ্যাত বার মন্দির ঘাট ও পানিহাটির রূপকার ত্রাণনাথ ব্যানার্জীর বাড়ী অবস্থিত। গত কয়েক বছরে সাংসদ সৌগত রায় এবং বিধায়ক নির্মল ঘোষের সাংসদ ও বিধায়ক তহবিলের অর্থানুকুল্যে এই পাঠাগারের উন্নয়নে এক বিশেষ মাত্রা পায় এবং এর জন্য পাঠাগারের পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তাঁর সঙ্গে পাঠাগারের দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং সব রকম সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। এই পাঠাগারেরই প্রাঙ্গণে প্রাক্তন পৌরপ্রধান স্বপন ঘোষ এর সহযোগিতায় ও DRS Tech, Sukchar-এর ব্যবস্থাপনায় একটি প্রদর্শনীতে পানিহাটি, সুখচর, সোদপুর ও খড়দহের ঐতিহাসিক স্থান, গঙ্গার ঘাট ও মহাপুরুষদের পদ চিহ্ন রঞ্জিত ঐতিহ্য মন্ডিত স্থান গুলির সচিত্র ও লিখিত বিবরণ সহ ৪২ টি দেওয়াল চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

এর মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব ও নিত্যানন্দ পাদস্পর্শে ধন্য পানিহাটির মহোৎসবতলা, মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ চন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান, রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য গোবিন্দ হোম, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমাহংস স্মৃতি ধন্য মণিসেনের ঠাকুর বাড়ি, আনন্দময়ী আশ্রম, সিদ্ধেশরী কালী মন্দির, কাঠিয়াবাবা আশ্রম, নতুন কালী বাড়ি, ভবাপাগলার আশ্রম, পাইন ঠাকুর বাড়ি, শ্যামসুন্দর মন্দির, মহেন্দ্রবাবুর ঠাকুর বাড়ি, গিরিবালা ঠাকুর বাড়ি, রাঘব ভবন, ইসকন মন্দির, বারো মন্দির ঘাট, ত্রাণনাথ কালিবাড়ি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, পানিহাটির মহান রূপকার ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ডঃ গোপাল চ্যাটার্জী, অমুল্যধন রায়ভট্ট, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই. এন. এ লেঃ কর্নেল ডঃ বি. কে. নন্দী ও আরও অনেককৃতি সন্তান যাঁরা পানিহাটিকে গৌরবান্বিত করেছিলেন, তাঁদের ছবি ও বিবরণ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

এছাড়াও এই প্রদর্শনীতে এই অঞ্চলের প্রায় ৩০০ বছরের পুরানো তিনটি টেরাকোটা শিব মন্দির ও এলাকার ৩৫ টি গঙ্গার ঘাটও স্থান পায়। এই প্রদর্শনীতে বহু দর্শকের সমাগম হয়েছিল। দর্শকরা এই প্রদর্শনী থেকে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন।